

💵 ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিভিন্ন ছালাতের পরিচয় (صفة صلوات متفرقة) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৩. সফরের ছালাত (الصلاة في السفر)

সফর অথবা ভীতির সময়ে ছালাতে 'ৰুছর' করার অনুমতি রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا لِ (النساء 101)

সফরের দূরত্ব (مسافة السفر) :

সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্যানগণের মধ্যে এক মাইল হ'তে ৪৮ মাইলের বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে।[4] পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি। [5] অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই 'কছর' করা যায়। কোন কোন বিদ্যানের নিকটে সফরের নিয়ত করলে ঘর থেকেই 'কছর' শুরুক করা যায়। তবে ইবনুল মুন্যির বলেন যে, সফরের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদ্বীনা শহর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে 'কছর' করেছেন বলে আমি জানতে পারিনি'। তিনি বলেন, বিদ্যানগণ একমত হয়েছেন যে, সফরের নিয়তে বের হয়ে নিজ গ্রাম (বা মহল্লার) বাড়ীসমূহ অতিক্রম করলেই তিনি ক্বছর করতে পারেন।[6]

আমরা মনে করি যে, মতভেদ এড়ানোর জন্য ঘর থেকেই দু'ওয়াক্তের ফরয ছালাত রুছর ও সুন্নাত ছাড়াই পৃথক দুই একামতের মাধ্যমে জমা করে সফরে বের হওয়া ভাল। তাবৃকের অভিযানে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এটা করেছিলেন।[7]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৯ দিন (মক্কা বিজয় অথবা তাবৃক অভিযানে) অবস্থানকালে 'কছর' করেছেন। আমরাও তাই করি। তার বেশী হ'লে পুরা করি।[8] যদি কারু সফরের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে, তথাপি তিনি 'কছর' করবেন, যতক্ষণ না তিনি সেখানে স্থায়ী বসবাসের সংকল্প করেন।[9] সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় ১৯ দিনের বেশী হ'লেও 'কছর' করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবৃক অভিযানের সময় সেখানে ২০ দিন যাবৎ 'কছর' করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরা বরফের মৌসুমে



সেখানে আটকে যান ও ছ'মাস যাবৎ ক্বছরের সাথে ছালাত আদায় করেন। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে এসে দু'বছর সেখানে থাকেন ও ক্বছর করেন। [10]

অতএব স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহায, বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে ক্বছর করতে পারেন এবং তারা দু'ওয়াক্তের ছালাত জমা ও ক্বছর করতে পারেন।

মোটকথা ভীতি ও সফর অবস্থায় 'কছর' করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে সর্বদা কছর করতেন। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সফরে কছর করাকেই অগ্রাধিকার দিতেন।[11] হযরত ওছমান ও হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথম দিকে কছর করতেন ও পরে পুরা পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী কছর করতেন।[12] কেননা আল্লাহ বলেন, 'সফর অবস্থায় ছালাতে 'কছর' করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ নেই' (নিসা ৪/১০১)।

ছালাত জমা ও কছর করা (الجمع بين الصلاتين والقصر) :

সফরে থাকা অবস্থায় যোহর-আছর (২+২=৪ রাক'আত) ও মাগরিব-এশা (৩+২=৫ রাক'আত) পৃথক এক্কামতের মাধ্যমে সুন্নাত ও নফল ছাড়াই জমা ও কছর করে তাক্কদীম ও তাখীর দু'ভাবে পড়ার নিয়ম রয়েছে।[13] অর্থাৎ শেষের ওয়াক্তের ছালাত আগের ওয়াক্তের সাথে 'তাক্কদীম' করে অথবা আগের ওয়াক্তের ছালাত শেষের ওয়াক্তের সাথে 'তাখীর' করে একত্রে পড়বে।[14]

ভীতি ও ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াও অন্য কোন বিশেষ শারঈ ওযর বশতঃ মুকীম অবস্থায়ও দু'ওয়াক্তের ছালাত কছর ও সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যায়। যেমন যোহর ও আছর পৃথক একামতের মাধ্যমে ৪+৪=৮ (تَمَانِيًا) এবং মাগরিব ও এশা অনুরূপভাবে ৩+৪=৭ (سَبُعًا) রাক'আত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়'।[15]

ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্ত মহিলা ও বহুমূত্রের রোগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী, বাবুর্চী এবং কর্মব্যস্ত ভাই-বোনেরা মাঝে-মধ্যে বিশেষ ওযর বশতঃ সাময়িকভাবে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।[16]

হজ্জের সফরে আরাফাতের ময়দানে কোনরূপ সুন্নাত-নফল ছাড়াই যোহর ও আছর একত্রে (২+২) যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে পৃথক একামতে 'জমা তাকদীম' করে এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে (৩+২) এশার সময় পৃথক একামতে 'জমা তাখীর' করে জামা'আতের সাথে অথবা একাকী পড়তে হয়। [17]

সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না। [18]

অবশ্য বিতর, তাহাজ্ঞ্বদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না। [19]

তবে সাধারণ নফল ছালাত যেমন তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ইত্যাদি আদায়ে তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না। [20]

ফুটনোট

[1] . মুত্তাফারু 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৬ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১।



- [2] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১।
- [3] . মির'আত ৪/৩৮**১**।
- [4] . শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১২২ পৃঃ; আলোচনা দ্রষ্টব্য, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩।
- [5] . ইবনুল কাইয়িম, যা-দুল মা আদ (বৈরুত: ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৬৩ পৃঃ।
- [6] . নায়লুল আওত্বার ৪/১২৪; ফিব্রুহুস সুন্নাহ ১/২১৩।
- [7] . আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১।
- [8] . বুখারী ১/১৪৭, হা/৪২৯৮; ঐ, মিশকাত হা/১৩৩৭।
- [9] . সাইয়িদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৩।
- [10] . মিরকাত ৩/২২১; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪।
- [11] . ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৯৮; ফিরুহুস সুন্নাহ ১/২১২।
- [12] . মুত্তাফার্ক 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১।
- [13] . বুখারী, মিশকাত হা/১৩৩৯; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪।
- [14] . ফিক্কহুস সুন্নাহ ১/২১৫।
- [15] .(أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ). বুখারী হা/১১৭৪ 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৩০; মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪; নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬; ফিরুহুস সুন্নাহ ১/২১৮।
- [16] . নায়লুল আওত্বার 8/১৩৬-৪০; ফিরুহুস সুন্নাহ ১/২১৭-১৮।
- [17] . বুখারী, মিশকাত হা/২৬১৭, ২৬০৭ 'হজ্জ' অধ্যায়, 'আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন' অনুচ্ছেদ-৫; আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ৪/১৪০।
- [18] . মুত্তাফাৰু 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১; ফিৰুহুস সুন্নাহ ১/২১৬।



- [19] . ইবনুল কাইয়িম, যা-দুল মা আদ ৩/৪৫৭ পৃঃ।
- [20] . মুত্তাফারু 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪০; বুখারী হা/১১৫৯; নায়ল ৪/১৪২; যা-দুল মা'আদ ১/৪৫৬।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9238

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন